বাংলাদেশ পুলিশ

ফৌজদারী কার্যবিধি আইন

MD.MAHFUZUL HAQUE

Constable No-637

Computer Operator

Sp office, Gazipur.

15

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন)

		প্রথম ভাগ প্রাথমিক বিষয় প্রথম অধ্যায়
১	ধারা	শিরোনাম, প্রবর্তন ও এলাকা।
২	ধারা	বাতিল
৩(১)	ধারা	বাতিল
৩(২)	ধারা	পূর্বেকার আইনে ব্যবহৃত শব্দ
৪	ধারা	জামিনযোগ্য অপরাধঃ বর্তমানে প্রচলিত দেশের কোন আইনে জামিন যোগ্য বলে নির্দিষ্ট করা যে কোন অপরাধকে জামিনে যোগ্য অপরাধ বলা হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪ (খ) ধারা।
৫	ধারা	দন্ডবিধি অনুসারে অপরাধের বিচার ও অন্যান্য আইন অনুসারে অপরাধের বিচার।
		দ্বিতীয় ভাগ ফৌজদারী আদালত ও অফিসের গঠন এবং ক্ষমতা দ্বিতীয় অধ্যায়
৬	ধারা	ফৌজদারী আদালতের শ্রেণী বিভাগ।

প্রস্তুতকারক:- জব/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৭	ধারা	দায়রা বিভাগ ও জেলা। বিভাগ ও জেলা পরিবর্তনের ক্ষমতা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান বিভাগ ও জেলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা।
৮	ধারা	জেলাকে উপজেলায় বিভক্ত করিবার ক্ষমতা। বর্তমানে উপজেলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা।
৯	ধারা	দায়রা আদালত।
১০	ধারা	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।
১১	ধারা	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের শূন্য পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত অফিসার।
১২	ধারা	অধস্তন ম্যাজিষ্ট্রেটগণ। তাদের স্থানীয় এখতিয়ারের সীমা।
১৩	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর উপজেলার দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ক্ষমতা অর্পণ।
১৩(ক)	ধারা	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।
১৪	ধারা	স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট।
১৫	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটগণের বেঞ্চ। বিশেষ নির্দেশ না থাকলে বেঞ্চ যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
১৬	ধারা	বেঞ্চ পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা।
১৭	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধস্তন। সহকারী দায়রা জজকে

প্রস্তুতকারক:- মং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		দায়রা জজের অধস্তন।
১৮	ধারা	মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ।
১৯	ধারা	বেঞ্চসমূহ।
২০	ধারা	অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা।
২১	ধারা	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট।
২২	ধারা	মফস্বল এলাকার জন্য জাষ্টিস অফ দি পিস্
২৩	ধারা	বাতিল।
২৪	ধারা	বাতিল।
২৫	ধারা	পদাধিকারবলে জাষ্টিস অব দি পিস্
২৬	ধারা	বাতিল।
২৭	ধারা	বাতিল।
		তৃতীয় অধ্যায়
		আদালতের ক্ষমতা
২৮	ধারা	দন্ডবিধির অধীনে অপরাধ।
২৯	ধারা	অন্যান্য আইন অনুসারে অপরাধ।
২৯(ক)	ধারা	বাতিল।
২৯(খ)	ধারা	কিশোরদের ক্ষেত্রে এখতিয়ার।
২৯(গ)	ধারা	যেই সকল অপরাধ মৃত্যু দন্ডে দন্ডনীয় নহে।
৩০	ধারা	বাতিল।
৩১	ধারা	হাইকোর্ট ও দায়রা জজ যে দন্ড দিতে পারেন।

প্রস্তুতকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৩২	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যে দন্ড দিতে পারেন।
৩৩	ধারা	জরিমানা অনাদায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের কারাদন্ড দেয়ার ক্ষমতা।
৩৩(ক)	ধারা	কতিপয় ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চতর ক্ষমতা।
৩৪	ধারা	বাতিল।
৩৪(ক)	ধারা	বাতিল।
৩৫	ধারা	একই মামলায় বিভিন্ন অপরাধে দন্ডিত হলে যে শাস্তি দেয়া যায়।
৩৬	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সাধারণ ক্ষমতা।
৩৭	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটগণের উপর যেই সকল অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে।
৩৮	ধারা	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার্পণের অধিকার নিয়ন্ত্রণ।
৩৯	ধারা	ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতি।
৪০	ধারা	নিযুক্ত অফিসারগণের ক্ষমতা।
৪১	ধারা	ক্ষমতা বাতিল করা যেতে পারে।

তৃতীয় ভাগ
সাধারণ ব্যবস্থা
চতুর্থ অধ্যায়
ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও গ্রেফতারকারী সাহায্য তথ্য প্রদান

প্রস্তুতকারক:- ভং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪২	ধারা	জনসাধারণ যখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশকে সাহায্য করবেন।
৪৩	ধারা	পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য যেই ব্যক্তি পরোয়ানা কার্যকরী করছেন, তাকে সাহায্য দান।
৪৪	ধারা	জনসাধারণ কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে সংবাদ দিবেন।
৪৫	ধারা	গ্রাম-প্রধান, হিসাবনবিস, জমির মালিক ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতে বাধ্য।
		পঞ্চম অধ্যায় **গ্রেফতার, পলায়ন ও পুনরায় গ্রেফতার**
৪৬	ধারা	গ্রেফতারঃ কোন অপরাধীকে বিচারের জন্য বা আদালতে হাজির করার জন্য তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে পুলিশের হেফাজতে আনাকে গ্রেফতার বলা হয়।
৪৭	ধারা	যাকে গ্রেফতার করা হবে, তিনি যেই স্থানে প্রবেশ করেছেন, সেই স্থান তল্লাশি।
৪৮	ধারা	যে স্থানে প্রবেশ করা যাচ্ছে না, সেই খানে প্রবেশের পদ্ধতি, দরজা জানালা ভেঙ্গে মহলে প্রবেশ।

স্বাক্ষরকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪৯	ধারা	মুক্তিলাভের জন্য দরজা ও জানালা ভাঙ্গার ক্ষমতা।
৫০	ধারা	প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ নিষেধ।
৫১	ধারা	আটক ব্যক্তির দেহ তল্লাশি।
৫২	ধারা	মহিলাদের দেহ তল্লাশির নিয়ম।
৫৩	ধারা	আপত্তিকর অস্ত্রশস্ত্র সীজ করার ক্ষমতা।
৫৪	ধারা	পুলিশ অফিসার যখন বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে পুলিশ কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।

(১) কোন আমলযোগ্য অপরাধের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তিকে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ রয়েছে।

(২) আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত যার নিকট ঘর ভাঙ্গার হাতিয়ার পাওয়া যাবে।

(৩) যাকে সরকার কর্তৃক অপরাধী বলে ঘোষণা কর হয়েছে।

(৪) যার নিকট চোরাই মাল পাওয়া যাবে।

প্রস্তুতকারক:- ভং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

(৫) পুলিশ অফিসারের কার্যে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তি আইনসঙ্গত হেফাজত থেকে পলায়ন করেছে তাকে।

(৬) সামরিক বাহিনী থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে।

(৭) বাংলাদেশে করা হলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হত, বাংলাদেশের বাইরে এরূপ অপরাধ করলে উক্ত ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাবে।

(৮) কোন মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী যে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৬৫ ধারার ৩ উপধারানুসারে নিয়ম লংঘন করে তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাবে।

(৯) যাকে গ্রেফতারের জন্য অন্য কোন পুলিশ অফিসারের নিকট থেকে অনুরোধ পাওয়া গেছে এমন ব্যক্তিকে।

৫৫	ধারা	ভবঘুরে পুরাতন ডাকাত প্রভৃতি গ্রেফতার।
৫৬	ধারা	পুলিশ অফিসার যখন অধস্তন কর্মচারীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের দায়িত্ব দেন তখনকার

মোঃ মাহবুবুল হক

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		কার্যবিধি।
৫৭	ধারা	নাম ও ঠিকানা জানাতে অস্বীকৃতি।
৫৮	ধারা	অপরের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় অপরাধীর অনুসরণ।
৫৯	ধারা	বেসরকারী লোক কর্তৃক গ্রেফতার ও এনরূপ ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
৬০	ধারা	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট নিয়ে যেতে পারে।
৬১	ধারা	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার অধিক আটক রাখা যাবে না।
৬২	ধারা	পুলিশ গ্রেফতার সম্পর্কে খবর দিবে।
৬৩	ধারা	গ্রেফতাকৃত ব্যক্তির খালাস।
৬৪	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধ।
৬৫	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অথবা তার উপস্থিতিতে গ্রেফতার।
৬৬	ধারা	আসামী পলায়ন করলে তাকে অনুসরণ ও পুনরায় গ্রেফতারের ক্ষমতা।
৬৭	ধারা	৬৬ ধারানুসাওে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ৪৭,৪৮ ও ৪৯ ধারার ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।
		ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রস্তুতকারক:- অং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		আদালতে হাজিরায় বাধ্য করার পরোয়ানা **ক. সমন**
৬৮	ধারা	সমনের সংজ্ঞাঃ বাদী বা সাক্ষীকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য প্রদত্ত আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার বা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রনীত স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরযুক্ত আদেশ নামাকে সমন বলা হয়।
৬৯	ধারা	সমন কেমন করে জারী হয়।
৭০	ধারা	সমনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুজে পাওয়া না গেলে এককপি বাড়ীর কোন পুরুষ সদস্যের উপর প্রদান কওে সমন জারী করা যাবে।
৭১	ধারা	বাসস্থানের প্রকাশ্যে স্থানে লটকিয়ে সমন জারী করা যাবে।
৭২	ধারা	সরকারী কর্মচারীর নিকট সমন জারীর নিয়ম।
৭৩	ধারা	স্থানীয় সীমার বাইরে সমন জারীর নিয়ম।
৭৪	ধারা	এরূপ ক্ষেত্রে এবং যখন জারিকারক কর্মচারী উপস্থিতি নাই, তখন জারির প্রমাণ।
		খ. গ্রেফতারী পরোয়ানা
৭৫	ধারা	গ্রেফতারী পরোয়ানার সংজ্ঞাঃ ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৭৫ ধারানুযায়ী কোন আসামী বা সাক্ষীকে গ্রেফতার করার জন্য আদালত হতে ম্যাজিষ্ট্রেট

প্রস্তুতকারকঃ- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		কর্তৃক লিখিতভাবে সীল মোহরকৃত আদেশনামা কোন পুলিশ অফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তির উপর যখন দেয়া হয় তখন উক্ত আদেশনামাকে গ্রেফতারী পরোয়ানার বলা হয়।
৭৬	ধারা	আদালত জামানত গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।
৭৭	ধারা	যার নিকট পরোয়ানা প্রেরণ করা যেতে পারে।
৭৮	ধারা	জমির মালিক প্রমুখ ব্যক্তির নিকট পরোয়ানা প্রেরণ করা যেতে পারে।
৭৯	ধারা	পুলিশ অফিসারের নিকট প্রেরিত পরোয়ানা।
৮০	ধারা	পরোয়ানার সারমর্ম বিজ্ঞাপিতকরণ।
৮১	ধারা	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতে হাজির করতে হবে।
৮২	ধারা	গ্রেফতারী পরোয়ানা বাংলাদেশের যেকোন স্থানে কার্যকরী করা যাবে।
৮৩	ধারা	এখতিয়ারের বাইরে কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা প্রেরণ।
৮৪	ধারা	এখতিয়ারের বাইরে কার্যকরী করার জন্য পুলিশ অফিসারের নিকট পরোয়ানা প্রেরণ।
৮৫	ধারা	যার বিরুদ্ধে পরোয়ানা দেয়া হয়েছে তাকে গ্রেফতার করার পর যেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে

প্রস্তুতকারক:- কম/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		হবে।
৮৬	ধারা	গেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করার পর ম্যাজিস্ট্রেট যেই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।
৮৭	ধারা	পলাতক ব্যক্তি সম্পর্কে ঘোষণা (হুলিয়া)ঃ যখন আদালত কোন পলাতক আসামীকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে (কমপক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে) হাজির হওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক সীল মোহরযুক্ত ও ম্যাজিস্ট্রেট এর স্বাক্ষরযুক্ত যে পরোয়ানা ইস্যু করা হয় তাকে হুলিয়া বলা হয়। (পিআরবি নিয়ম ৪৭২)।
		গ. ঘোষণা ও ক্রোক
৮৮	ধারা	পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক।
৮৯	ধারা	ক্রোকী সম্পত্তি প্রত্যার্পণ।
		ঘ. পরোয়াসমূহ সম্পর্কে অন্যান্য নিয়মাবলি
৯০	ধারা	সমনের পরিবর্তে অথবা সমনের অতিরিক্ত পরোয়ানা জারি।
৯১	ধারা	হাজির হওয়ার জন্য মুচলেকা নেয়ার ক্ষমতা।
৯২	ধারা	হাজির হওয়ার মুচলেকার শর্ত লংঘন করার গ্রেফতার।

স্বাক্ষরকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৯৩	ধারা	এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ সাধারণত সমন ও গ্রেফতারী পরোয়ানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
		ঙ. বাংলাদেশের বাইরে জারি করার জন্য সমন প্রেরণ এবং বাংলাদেশে জারি বা কার্যকরী করার জন্য প্রাপ্ত সমন বা পরোয়ানা সম্পর্কিত বিশেষ বিধিমালা
৯৩(ক)	ধারা	বাংলাদেশের বাইরে জারি করার জন্য সমন প্রেরণ।
৯৩(খ)	ধারা	বাংলাদেশের বাইরে কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা প্রেরণ।
৯৩(গ)	ধারা	বিদেশ হতে প্রাপ্ত পরোয়ানা বাংলাদেশে জারি ও কার্যকরীকরণ।
		সপ্তম অধ্যায় দলিল ও অস্থাবর সম্পত্তি উপস্থিত করার এবং অন্যায়ভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের পরোয়ানা সম্পর্কিত ক. দখল করার সময়
৯৪	ধারা	দলিলাদি অথবা অন্য জিনিস দাখিল করার সমন।
৯৫	ধারা	চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম সম্পর্কিত কার্যবিধি।
		খ. তল্লাশি পরোয়ানা

মোঃ মাহফুজুল হক

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহফুজুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর দপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৯৬	ধারা	তল্লাশী পরোয়ানাঃ যখন আদালত মনে করেন যে, সাধারণ তল্লাশি বা পরিদর্শন দ্বারা কোন তদন্ত বিচার বা অন্য কোন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে সাধিত হবে তখন আদালত যে পরোয়ানা প্রদান করেন তাকে তল্লাশি পরোয়ানা বলে।
৯৭	ধারা	পরোয়ানা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।
৯৮	ধারা	যে বাড়ীতে চোরাই মাল, জাল দলিল আছে বলে সন্দেহ করা হয় তথায় তল্লাশী।
৯৯	ধারা	অধিক্ষেত্র বহির্ভূত স্থানে তল্লাশির সময় প্রাপ্ত জিনিসের বিলিব্যবস্থা।
৯৯(ক)	ধারা	কতিপয় প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা ও ইহার জন্য তল্লাশি পরোয়ানা দেয়ার ক্ষমতা।
৯৯(খ)	ধারা	বাজেয়াপ্তির আদেশ রদ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে দরখাস্ত।
৯৯(গ)	ধারা	বিশেষ বেঞ্চে শুনানি।
৯৯(ঘ)	ধারা	স্পেশাল বেঞ্চ কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণ রদ করার আদেশ।
৯৯(ঙ)	ধারা	সংবাদপত্রের প্রকৃতি বা প্রবণতা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য।
৯৯(চ)	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের কার্যবিধি।

প্রস্তুতকারক:- ৯৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৯৯(ছ)	ধারা	অধিক্ষেত্র বারিত।
		গ. বেআইনী আটক ব্যক্তিকে বের করা
১০০	ধারা	বেআইনী ভাবে আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশী।
		ঘ. তল্লাশি সম্পর্কে সাধারণ বিধানসমূহ
১০১	ধারা	তল্লাশি পরোয়ানার নির্দেশ প্রভৃতি।
১০২	ধারা	আবদ্ধ স্থানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তল্লাশী করতে দিবেন।
১০৩	ধারা	সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশী চালাতে হবে।
১০৪	ধারা	যে সকল দলিল ইত্যাদি দাখিল করা হয়েছে তা আটক করার ক্ষমতা।
১০৫	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট তার উপস্থিতিতে তল্লাশির আদেশ দিতে পারেন।
		চতুর্থ ভাগ অপরাধ প্রতিরোধ অষ্টম অধ্যায় শান্তিরক্ষা ও সদাচরনের মুচলেকা ক. দন্ডিত হওয়ার পর শান্তি রক্ষার মুচলেকা
১০৬	ধারা	দন্ডিত হওয়ার পর শান্তিরক্ষার মুচলেকা।
		খ. অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের

প্রস্তুতকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

মুচলেকা		
১০৭	ধারা	অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের মুচলেকা।
১০৮	ধারা	রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বিষয় প্রচারকের নিকট হতে সদাচরণের মুচলেকা।
১০৯	ধারা	ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির সদাচরণের মুচলেকা।
১১০	ধারা	অভ্যাসগত অপরাধীদের সদাচরণের মুচলেকা।
১১১	ধারা	বাতিল।
১১২	ধারা	যে আদেশ দিতে হবে।
১১৩	ধারা	আদালতে উপস্থিত লোকের ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১১৪	ধারা	আদালতে অনুপস্থিত লোকের ক্ষেত্রে সমন অথবা পরোয়ানা।
১১৫	ধারা	১১২ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশের অনুলিপি সমন অথবা পরোয়ানার সঙ্গে যাবে।
১১৬	ধারা	ব্যক্তিগত হাজির হতে রেহাই দিবার ক্ষমতা।
১১৭	ধারা	খবরের সত্যতা সম্পর্কে ইনকোয়ারি।
১১৮	ধারা	মুচলেকা দেয়ার আদেশ।
১১৯	ধারা	যার বিরুদ্ধে খবর দেয়া হয়েছে তাকে অব্যাহতি দেয়া।
গ. মুচলেকা দেয়ার আদেশের পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে		

স্বাক্ষরকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		পদ্ধতি
১২০	ধারা	মুচলেকার মেয়াদ আরম্ভ।
১২১	ধারা	বন্ডের বিষয়বস্তু।
১২২	ধারা	জামিনদার প্রত্যাখান করার ক্ষমতা।
১২৩	ধারা	জামানত খেলাপ করার দরুন কারাদন্ড।
১২৪	ধারা	মুচলেকা দিতে অপারগতার জন্য যে ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয়েছে, তাকে মুক্তিদানের ক্ষমতা।
১২৫	ধারা	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক শান্তিরক্ষা অথবা সদাচরনের মুচলেকা বাতিল করার ক্ষমতা।
১২৬	ধারা	জামনিদারের অব্যাহতি।
১২৬ (ক)	ধারা	বন্ডের মেয়াদন অনুত্তীর্ণ সময়ের জন্য জামানত।
		নবম অধ্যায় বেআইনী সমাবেশ
১২৭	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারের আদেশে বেআইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হবে।
১২৮	ধারা	বেআইনী সমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করার জন্য বেসামরিক শক্তি প্রয়োগ কওে প্রয়োজনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাবে।
১২৯	ধারা	বেআইনী সমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করার জন্য সামরিক

প্রস্তুতকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		শক্তির প্রয়োগ করা যাবে।
১৩০	ধারা	জনসমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক আহুত বাহিনীর অধিনায়কের কর্তব্য।
১৩১	ধারা	জনসমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করতে কমিশন প্রাপ্ত সামরিক অফিসারের ক্ষমতা।
১৩২	ধারা	এই অধ্যায় অনুসাওে কৃতকার্যের জন্য ফৌজদারীতে সোপর্দকরণের বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থা।
		দশম অধ্যায় গণ-উপদ্রব
১৩২ (ক)	ধারা	প্রয়োগ।
১৩৩	ধারা	উপদ্রব অপসারণের জন্য শর্তসাপেক্ষে আদেশ।
১৩৪	ধারা	আদেশ জারি অথবা বিজ্ঞপ্তিকরণ।
১৩৫	ধারা	আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ পালন করবে বা কারণ দর্শাবে।
১৩৬	ধারা	সে এইরূপ করতে ব্যর্থ হলে তার ফল।
১৩৭	ধারা	কারণ দর্শাবার জন্য হাজির হলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১৩৮	ধারা	বাতিল।
১৩৯	ধারা	বাতিল।

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

১৩৯ (ক)	ধারা	জনসাধারণের অধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১৪০	ধারা	আদেশ স্থায়ী হবার পরবর্তী কার্যবিধি।
১৪১	ধারা	বাতিল।
১৪২	ধারা	তদন্ত সাপেক্ষে আজ্ঞা।
১৪৩	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট গণউপদ্রব পুনরাবৃত্তি করা অথবা অব্যাহত করা নিষিদ্ধ করতে পারবেন।
		একাদশ অধ্যায় উপদ্রব বা বিপদাশংকার জরুরী পরিস্থিতিতে অস্থায়ী আদেশ
১৪৪	ধারা	উপদ্রব বা বিপদাশঙ্কার জরুরী ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তৎক্ষনাৎ বলবৎ আদেশ জারীর ক্ষমতা।
		দ্বাদশ অধ্যায় স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কলহ
১৪৫	ধারা	জমি প্রভৃতি সংক্রান্ত বিরোধের ফলে শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকলে উহার ক্ষেত্রে।
১৪৬	ধারা	বিরোধীয় বিষয় ক্রোক করার ক্ষমতা।
১৪৭	ধারা	স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কিত বিরোধ।
১৪৮	ধারা	সরেজমিনে ইনকোয়ারি।

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পুলিশের প্রতিরোধমূলক কার্য

১৪৯	ধারা	প্রত্যাক পুলিশ অফিসার আমলযোগ্য অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারবেন।
১৫০	ধারা	আমলযোগ্য অপরাধের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সংবাদ পেলে প্রত্যেক পুলিশ অফিসার তার উপরস্থ অফিসারকে জানাবেন।
১৫১	ধারা	আমলযোগ্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।
১৫২	ধারা	প্রত্যেক পুলিশ অফিসার সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন প্রতিরোধ করতে পারেন।
১৫৩	ধারা	ওজন ও পরিমাপের সরঞ্জাম পরীক্ষা বা তল্লাশীর জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী করতে কিংবা আটক করতে পারবেন।

পঞ্চম ভাগ
পুলিশের নিকট খবর এবং পুলিশের তদন্তের অধিকার
চতুর্দশ অধ্যায়

১৫৪	ধারা	আমলযোগ্য মামলার খবর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ

স্বাক্ষরকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহফুজুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		করতে হবে।
১৫৫	ধারা	আলম অযোগ্য মামলার সংবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করবেন।
১৫৬	ধারা	থানার ভারপ্রাপ্ত যে কোন পুলিশ অফিসার আলমযোগ্য মামলার তদন্ত করতে পারবেন।
১৫৭	ধারা	আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
১৫৮	ধারা	কিভাবে ১৫৭ ধারা অনুসাওে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।
১৫৯	ধারা	তদন্ত বা প্রাথমিক ইনকোয়ারি করার ক্ষমতা।
১৬০	ধারা	পুলিশ অফিসারের সাক্ষী তলব করার ক্ষমতা।
১৬১	ধারা	পুলিশ অফিসার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন।
১৬২	ধারা	পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে না, এইরূপ বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার।
১৬৩	ধারা	বিবৃতি দাতাকে কোন প্রকার প্রলোভন দেখানো যাবে না।
১৬৪	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিবৃতি ও স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা।
১৬৫	ধারা	তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তদন্তের প্রয়োজনে যে

স্বাক্ষরকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টিউটার অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		কোন স্থান বিনা তল্লাশী পরোয়ানায় তল্লাশী করতে পারবেন।
১৬৬	ধারা	থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যখন অপরের দ্বারা বিনা তল্লাশী পরোয়ানায় তল্লাশী করাতে পারেন।
১৬৭	ধারা	চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষে করা না গেলে তষনকার পদ্ধতি (ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে)।
১৬৮	ধারা	অধস্তন পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্তের রিপোর্ট।
১৬৯	ধারা	সাক্ষ্য অপর্যাপ্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মুচলেকা নিয়ে মুক্তি দিতে পারবেন।
১৭০	ধারা	সাক্ষ্য পর্যাপ্ত হতে মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
১৭১	ধারা	অবাধ্য ফরিয়াদি বা সাক্ষীকে আটক করে চালান দেয়া যাবে।
১৭২	ধারা	তদন্তের বিবরণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। (পিআরবি নিয়ম ২৬৩)।
১৭৩	ধারা	পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট প্রদান (চার্জসীট) পিআরবি নিয়ম ২৭২।
১৭৪	ধারা	পুলিশ আত্মহত্যা কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে

প্রস্তুতকারক:- ভম/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		অনুসন্ধান করবে এবং রিপোর্ট দিতে হবে। (পিআরপি নিয়ম ২৯৯)।
১৭৫	ধারা	অস্বাভাবিক মৃত্যুর সাক্ষী হওয়ার জন্য লোক জনকে সমন দেয়ার ক্ষমতা।
১৭৬	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান।
১৭৬ (২)	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কবর থেকে লাশ তুলবার ক্ষমতা।
		ষষ্ঠ ভাগ ফৌজদারী মামলার কার্যক্রম পঞ্চদশ অধ্যায় ক. ইনকোয়ারি ও বিচারের স্থান
১৭৭	ধারা	ইনকোয়ারি ও বিচারের সাধারণ স্থান।
১৭৮	ধারা	বিভিন্ন দায়রা বিভাগে মামলা বিচারের আদেশ দেয়ার ক্ষমতা।
১৭৯	ধারা	যে জেলায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, অথবা যেখানে উহার পরিণাম ঘটেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সেইখানে হবে।
১৮০	ধারা	কার্য যেই ক্ষেত্রে অপর অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ, সেই ক্ষেত্রে বিচারের স্থান।
১৮১	ধারা	ঠগ হওয়া অথবা ডাকাত দলভুক্ত হওয়া, হেফাজত

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		হতে পলায়ন প্রভৃতি।
১৮২	ধারা	অপরাধের স্থান যখন অনিশ্চিত অথবা মাত্র এক জেলায় নহে অথবা অপরাধ যখন অবিরাম বা একাধিক কার্যের সমষ্টি, সেইরূপ ক্ষেত্রে ইনকোয়ারি বা বিচারের স্থান।
১৮৩	ধারা	ভ্রমণকালে কৃত অপরাধ।
১৮৪	ধারা	বাতিল।
১৮৫	ধারা	কোন জেলায় ইনকোয়ারি বা বিচার হবে সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকলে হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
১৮৬	ধারা	স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে কৃত অপরাধের জন্য সমন বা পরোয়ানা প্রদানের ক্ষমতা। গ্রেফতারের পর ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুসরণীয় ক্ষমতা।
১৮৭	ধারা	অধস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক পরোয়ানা প্রদত্ত হবার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১৮৮	ধারা	বাংলাদেশের বাইরে কৃত অপরাধের দায়িত্ব।
১৮৯	ধারা	জবানবন্দীর নকল ও দাখিলী দলিলাদি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা।
		খ. মামলা দায়ের করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি
১৯০	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে নেয়া।

প্রস্তুতকারক:- কম/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিশ্চিউটার অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

১৯১	ধারা	আসামীর আবেদনক্রমে মামলা স্থানান্তর।
১৯২	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মামলা স্থানান্তর।
১৯৩	ধারা	দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ।
১৯৪	ধারা	বাতিল।
১৯৫	ধারা	সরকারি কর্মচারীর আইনসঙ্গত অবমাননার দায়ে মামলা।
১৯৬	ধারা	রাষ্টদ্রোহিতার অপরাধের দায়ে মামলা।
১৯৬ (ক)	ধারা	কতিপয় ধরণের অপরাধজনক ষড়যন্ত্রেও দায়ে মামলা।
১৯৬ (খ)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক ইনকোয়ারি।
১৯৭	ধারা	বিচারক ও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা। এইরূপ মামলা রুজু করার ব্যাপাওে সরকারের ক্ষমতা।
১৯৭ (ক)	ধারা	বাতিল।
১৯৮	ধারা	চুক্তিভঙ্গ, মানহানি ও বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধের দায়ে মামলা।
১৯৯	ধারা	ব্যভিচার ও বিবাহিতা স্ত্রী লোককে ফুসলিসে নিয়ে যাওয়ার দায়ে মামলা।

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

১৯৯ (ক)	ধারা	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি ভিন্ন অন্য লোকের নালিশ সম্পর্কে আইনসঙ্গত অভিভাবকের আপত্তি।
১৯৯ (খ)	ধারা	১৯৮ অথবা ১৯৯ ধারা দ্বিতীয় শর্ত অনুসাওে কর্তৃত্বদানের ফরম।
		ষোড়শ অধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ সম্পর্কিত
২০০	ধারা	বাদীর জবানবন্দী।
২০১	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটের মামলা আমলে নেয়ার ক্ষমতা না থাকলে তিনি যে কার্যবিধি অনুসরণ করবেন।
২০২	ধারা	পরোয়ানা প্রদান স্থগিত রাখা।
২০৩	ধারা	নালিশ খারিজ।
		সপ্তদশ অধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মামলা শুরু সম্পর্কিত
২০৪	ধারা	পরোয়ানা প্রদান।
২০৫	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি মাফ করতে পারেন।
২০৫ (ক)	ধারা	বাতিল।
২০৫ (খ)	ধারা	বাতিল।

রচয়িতাঃ- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিশিউটার অপারেটর
নুনিশ অফিস, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

২০৫ (গ)	ধারা	একমাত্র দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য মামলা সেই আদালতে হস্তান্তর করা।
২০৫ (গগ)	ধারা	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা হস্থান্তর।
২০৫ (ঘ)	ধারা	একটি অপরাধ সম্পর্কে একই সঙ্গে নালিশী মামলা ও পুলিশী তদন্ত চলতে থাকলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
		অষ্টাদশ অধ্যায় (বাতিল) (২০৬ হতে ২২০ ধারা পর্যন্ত বাতিল) উনবিংশ অধ্যায় চার্জ বিষয়ে
২২১	ধারা	চার্জের অপরাধের বিবরণ থাকতে হবে।
২২২	ধারা	সমন, স্থান ও লোক সম্পর্কে বিবরণ।
২২৩	ধারা	কিভাবে অপরাধ করা হয়েছে তা যখন অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
২২৪	ধারা	যে আইন অনুসারে অপরাধ দন্ডনীয়, চার্জের শব্দের অর্থ সেই আইন অনুসারে করতে হবে।
২২৫	ধারা	ভুল ভ্রান্তির ফল।
২২৬	ধারা	বাতিল।
২২৭	ধারা	আদালত চার্জ পরিবর্তন করতে পারেন।

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

২২৮	ধারা	পরিবর্তনের অব্যাহতির পরই যখন বিচার চলতে পারে।
২২৯	ধারা	যখন নতুন বিচারের অথবা স্থগিত রাখার আদেশ দেয়া যেতে পারে।
২৩০	ধারা	পরিবর্তিত চার্জ অনুসারে অপরাধের বিচারের জন্য পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হলে মামলা স্থগিত রাখা।
২৩১	ধারা	অভিযোগ পরিবর্তন হলে সাক্ষী পুনরাহবান।
২৩২	ধারা	গুরুতর ভুলের ফল।
		একাধিক চার্জের সংযুক্তি
২৩৩	ধারা	সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক চার্জ।
২৩৪	ধারা	একই ধরনের তিনটি অপরাধ এক বৎসরের মধ্যে হলে একত্রে চার্জ করা যেতে পারে।
২৩৫	ধারা	একাধিক অপরাধের বিচার। দুইটি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অপরাধ একাধিক কার্য যখন এক রকমের অপরাধ, কিন্তু একত্রিত করা হলে অন্যরূপ অপরাধে পরিণত হয়।
২৩৬	ধারা	কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে যেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে।
২৩৭	ধারা	কোন ব্যক্তিকে এক অপরাধে চার্জ করে অন্য অপরাধে দন্ডিত করা যেতে পারে।

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

২৩৮	ধারা	যখন প্রমাণিত অপরাধ চার্জে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
২৩৯	ধারা	যে সকল ব্যক্তিকে একত্রে চার্জ করা যেতে পারে।
২৪০	ধারা	একাধিক চার্জের একটিতে দন্ডিত হবার পর অবশিষ্টগুলি প্রত্যাহার।
		বিংশ অধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মামলার বিচারের বিষয়
২৪১	ধারা	মোকদ্দমার কার্য্যবিধি।
২৪১ (ক)	ধারা	আসামীকে যখন অব্যহতি দেয়া যাবে।
২৪২	ধারা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত সার বিবৃত করতে হবে।
২৪৩	ধারা	অভিযোগের সত্যতা স্বীকারের ভিত্তিতে দন্ড।
২৪৪	ধারা	যখন এরূপ স্বীকার করা হয় না, তখনকার কার্যবিধি।
২৪৫	ধারা	খালাস।
২৪৬	ধারা	বাতিল।
২৪৭	ধারা	ফরিয়াদীর অনুপস্থিতি।
২৪৮	ধারা	নালিশ প্রত্যাহার।
২৪৯	ধারা	ফরিয়াদী না থাকলে বিচার বন্ধ করার ক্ষমতা।
		ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য মামলায় তুচ্ছ অভিযোগ
২৫০	ধারা	মিথ্যা, তুচ্ছ ও বিরুক্তিজনক অভিযোগ।

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

একবিংশ অধ্যায় (বাতিল)
(২৫১ হতে ২৫৯ ধারা পর্যন্ত বাতিল)
দ্বাবিংশ অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত বিচার বিষয়ে

২৬০	ধারা	সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা।
২৬১	ধারা	কম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বেঞ্চের উপর ক্ষমতা অর্পণ।
২৬২	ধারা	সংক্ষিপ্ত বিচারের কার্যবিধি। কারাদন্ডের সীমা।
২৬৩	ধারা	যেই সকল মোকদ্দমার আপীল নাই সেইগুলির নথি।
২৬৪	ধারা	আপীলযোগ্য মামলার নথি।
২৬৫	ধারা	নথি ও রায়ের ভাষা। বেঞ্চকে কেরানী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

এয়োরিংশ অধ্যায়
দায়রা আদালতের বিচার বিষয়ে

২৬৫ (ক)	ধারা	পাবলিক প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করবেন।
২৬৫ (খ)	ধারা	অভিযোগকারীর পক্ষ হতে মামলা উদ্বোধন।
২৬৫	ধারা	অব্যাহতি (ডিসচার্জ)

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

(গ)		
২৬৫ (ঘ)	ধারা	চার্জ প্রণয়ন।
২৬৫ (ঙ)	ধারা	দোষ স্বীকার করায় দন্ডাদেশ।
২৬৫ (চ)	ধারা	অভিযোগকারী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ।
২৬৫ (ছ)	ধারা	অভিযোগকারীর পক্ষে সাক্ষ্য।
২৬৫ (জ)	ধারা	খালাস।
২৬৫ (ঝ)	ধারা	আত্মপক্ষ সমর্থনের আহবান।
২৬৫ (ঞ)	ধারা	সওয়াল জবাব।
২৬৫ (ট)	ধারা	খালাস বা দন্ডাদেশের রায়।
২৬৫ (ঠ)	ধারা	পূর্ববর্তী দন্ডাদেশ।
		(২৬৬ ধারা হতে ৩৩৬ ধারা পর্যন্ত বাতিল)

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

চতুর্বিংশ অধ্যায়
ইনকোয়ারি ও বিচার সম্পর্কে সাধারণ বিধান

৩৩৭	ধারা	অপরাধীর সহযোগিকে ক্ষমার প্রস্তাব (রাজসাক্ষী)।
৩৩৮	ধারা	বমার প্রস্তাবদানের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা।
৩৩৯	ধারা	যাকে ক্ষমার প্রস্তাব করা হয়েছে তার বিচার।
৩৩৯ (ক)	ধারা	৩৩৯ ধারা অনুসারে ব্যক্তির বিচারের কার্যবিধি।
৩৩৯ (খ)	ধারা	আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।
৩৩৯ (গ)	ধারা	মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা।
৩৩৯ (ঘ)	ধারা	মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিতকরণ।
৩৪০	ধারা	যার বিরুদ্ধে কার্যক্রম দায়ের করা হয়েছে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার ও সাক্ষী হবার যোগ্যতা।
৩৪১	ধারা	আসামীর কার্যক্রম বুঝতে না পারলে সেই ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৪২	ধারা	আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ করার ক্ষমতা।
৩৪৩	ধারা	তথ্য প্রকাশের জন্য কোন প্রভাব ব্যবহার করা যাবে

প্রস্তুতকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		না।
৩৪৪	ধারা	কার্যক্রম স্থগিত বা মুলতবী রাখার ক্ষমতা। আসামী হাজতে প্রেরণ। হাজতে প্রেরণের যুক্তিসঙ্গত কারণ।
৩৪৫	ধারা	অপরাধের আপোষ নিস্পত্তি।
৩৪৬	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল মোকদ্দমা নিস্পত্তি করতে পারেন না, সেই সকল মোকদ্দমার কার্যবিধি।
৩৪৭	ধারা	আসামীকে উচ্চতর দন্ডে দন্ডিত করতে হলে সেই ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৪৮	ধারা	যে সকল ব্যক্তি পূর্বে মুদ্রা, ষ্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্পর্কিত অপরাধে দন্ডিত হয়েছে, তাদের বিচার।
৩৪৯	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট যখন পর্যাপ্তরূপ কঠোর সাজা দিতে পারেন না, তখনকার কার্যবিধি।
৩৪৯ (ক)	ধারা	আংশিক সাক্ষ্য এক দায়রা জজ ইত্যাদি কর্তৃক ও অবশিষ্ট সাক্ষ্য অন্যজন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে দন্ড।
৩৫০	ধারা	আংশিক সাক্ষ্য এক ম্যাজিষ্ট্রেট ও অবশিষ্ট সাক্ষ্য অন্যজন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে দন্ড।
৩৫০ (ক)	ধারা	বেঞ্চের গঠনে পরিবর্তন।

প্রস্তুতকারক:- রুহ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৩৫১	ধারা	আদালতে হাজির অপরাধীকের আটক রাখা।
৩৫২	ধারা	আদালত উন্মুক্ত থাকবে।
		পঞ্চবিংশ অধ্যায় **ইনকোয়ারি ও বিচারে সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি বিষয়ে**
৩৫৩	ধারা	আসামীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে।
৩৫৪	ধারা	যেভাবে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়।
৩৫৫	ধারা	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ।
৩৫৬	ধারা	অন্যান্য মোকদ্দমার সাক্ষ্য গ্রহণ। ইংরেজীতে প্রদত্ত সাক্ষ্য। ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জজ যখন নিজে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন না, তখনকার স্মারকলিপি।
৩৫৭	ধারা	সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার ভাষা।
৩৫৮	ধারা	৩৫৫ ধারার মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাধীন পন্থা।
৩৫৯	ধারা	৩৫৬ অথবা ৩৫৭ ধারা মোতাবেক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি।
৩৬০	ধারা	এইরূপ সাক্ষ্য সমাপ্তির পরবর্তী কার্যবিধি।
৩৬১	ধারা	আসামী অথবা তার উকিলের নিকট সাক্ষ্যেও অনুবাদ।

প্রস্তুতকারক:- ৯৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৩৬২	ধারা	বাতিল।
৩৬৩	ধারা	সাক্ষীর আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য।
৩৬৪	ধারা	আসামীর জবানবন্দি যেভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩৬৫	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ।
		ষড়বিংশ অধ্যায় **রায় বিষয়ে**
৩৬৬	ধারা	রায় ঘোষণার প্রণালী।
৩৬৭	ধারা	রায়ের ভাষা, রায়ের বিষয়বস্তু, বিকল্প রায়।
৩৬৮	ধারা	মৃত্যুদন্ড, দ্বীপান্তর দন্ড।
৩৬৯	ধারা	আদালত রায় পরিবর্তন করবেন না।
৩৭০	ধারা	বাতিল।
৩৭১	ধারা	আসামীর আবেদনে রায় প্রভৃতির অনুলিপি তাকে দিতে হবে। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত বিষয়।
৩৭২	ধারা	রায় কখন অনুবাদ করতে হবে।
৩৭৩	ধারা	দায়রা আদালতে সিদ্ধান্ত ও দন্ডাজ্ঞার অনুলিপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করবেন।
		সপ্তবিংশ অধ্যায় **দন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য পেশের বিষয়ে**
৩৭৪	ধারা	দায়রা আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ডাদেশ পেশ।

প্রস্তুতকারক:- নং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
নুনিশ শাখা, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৩৭৫	ধারা	আরও ইনকোয়ারি করার অথবা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশদানের ক্ষমতা।
৩৭৬	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক দন্ড বহাল অথবা দন্ডাদেশ বাতিলের ক্ষমতা।
৩৭৭	ধারা	নতুন দন্ড অনুমোদন দুইজন বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।
৩৭৮	ধারা	মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৭৯	ধারা	বহাল করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে পেশকৃত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৮০	ধারা	যে ম্যজিষ্ট্রেট ৫৬২ ধারা অনুসাওে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহেন তিনি মোকদ্দমা পেশ করলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
		অষ্টবিংশ অধ্যায় শাস্তি কার্যকরী করার বিষয়ে
৩৮১	ধারা	৩৭৬ ধারা মোতাবেক প্রদত্ত আদেশ কার্যকরীকরণ।
৩৮২	ধারা	গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের মৃত্যুদন্ড স্থগিতকরণ।
৩৮৩	ধারা	অন্যান্য ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা কারাদন্ড কার্যকরীকরণ।
৩৮৪	ধারা	দন্ড কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা নির্দেশ।

প্রস্তুতকারক:- ৯৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিষ্টেবল অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৩৮৫	ধারা	পরোয়ানা কার নিকট অর্পণ করতে হবে।
৩৮৬	ধারা	জরিমানা আদায়ের পরোয়ানা।
৩৮৭	ধারা	এরূপ পরোয়ানার ফলাফল।
৩৮৮	ধারা	কারাদন্ড কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখা।
৩৮৯	ধারা	কে পরোয়ানা প্রদান করতে পারে।
৩৯০	ধারা	কেবল বেত্রদন্ড কার্যকরীকরণ।
৩৯১	ধারা	কারাদন্ডের সঙ্গে বেত্রদন্ডের আদেশ হলে তা কার্যকরীকরণ।
৩৯২	ধারা	শাস্তি দেয়ার পদ্ধতী। বেত্রাঘাতের সংখ্যা।
৩৯৩	ধারা	কিস্তিতে দন্ড পদ্ধতি। বেত্রাঘাতের সংখ্যা।
৩৯৪	ধারা	আসামী স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত না হলে বেত্রদন্ড দেয়া যাবে না কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখা।
৩৯৫	ধারা	৩০৪ ধারা অনুসারে শাস্তি দেয়া না গেলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৩৯৬	ধারা	পলাতক কয়েদির দন্ড কার্যকরীকরণ।
৩৯৭	ধারা	অপর একটি অপরাধের জন্য দন্ডিত আসামীকে দন্ডদান।
৩৯৮	ধারা	৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার ব্যতিক্রম।
৩৯৯	ধারা	তরুণ অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে আটক রাখা।

প্রস্তুতকারক:- ৯৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪০০	ধারা	দন্ডকার্যকরী করার পর পরোয়ানা প্রত্যার্পণ।
		উনত্রিশ অধ্যায় শাস্তি স্থগিত,হ্রাস ও পরিবর্তনের বিষয়ে
৪০১	ধারা	দন্ড স্থগিত অথবা মওকুফ করার ক্ষমতা।
৪০২	ধারা	দন্ড রদবদলের ক্ষমতা।
৪০২ (ক)	ধারা	মৃত্যুদন্ড।
		ত্রিশ অধ্যায় পূর্বেকার খালাস ও দন্ড বিষয়ে
৪০৩	ধারা	একবার দন্ডিত হলে খালাস পেলে একই অপরাধের জন্য পুনরায় কারও বিচার করা যাবে না।
		সপ্তম ভাগ আপীল, রেফারেন্স ও রিভিশন বিষয়ে একত্রিশ অধ্যায় আপীল বিষয়ে
৪০৪	ধারা	অন্যরূপ বিধান না থাকলে আপীল চলবে না।
৪০৫	ধারা	ক্রোকি সম্পত্তি প্রত্যাপর্ণের আবেদন অগ্রাহ্য হতে তার বিরুদ্ধে আপীল।
৪০৬	ধারা	শান্তিরক্ষা বা সদাচরনের মুচলেকা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

প্রস্তুতকারক:- ভম/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪০৬ (ক)	ধারা	জামিনদারের অগ্রাহ্য বা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।
৪০৭	ধারা	দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল হস্তান্তর।
৪০৮	ধারা	সহকারী দায়রা জজ অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল।
৪০৯	ধারা	দায়রা আদালতে আপীল যেভাবে শুনানি হয়।
৪১০	ধারা	দায়রা আদালতের দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল।
৪১১	ধারা	বাতিল।
৪১১ (ক)	ধারা	বাতিল।
৪১২	ধারা	আসামী দোষ স্বীকার করলে কতিপয় ক্ষেত্রে আপীল চলবে না।
৪১৩	ধারা	তুচ্ছ মামলার আপীল নেই।
৪১৪	ধারা	সংক্ষিপ্ত বিচারের কতিপয় দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল নাই।
৪১৫	ধারা	৪১৩ ও ৪১৪ ধারা শর্ত।
৪১৫ (ক)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে আপীলের বিশেষ অধিকার।

রেজিস্ট্রেশন নং- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
নুনিশ অফিস, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪১৬	ধারা	বাতিল।
৪১৭	ধারা	খালাসের বিরুদ্ধে আপীল।
৪১৮	ধারা	কি কি বিষয়ে আপীল গ্রহণযোগ্য।
৪১৯	ধারা	আপীলের আবেদনপত্র।
৪২০	ধারা	আপীলকারী কারাগারে থাকলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪২১	ধারা	আপীল সরাসরি খারিজ।
৪২২	ধারা	আপীলের নোটিশ।
৪২৩	ধারা	আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে আপীল আদালতের ক্ষমতা।
৪২৪	ধারা	অধস্তন আপীল আদালতের রায়।
৪২৫	ধারা	আপীলের হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ নিম্ন আদালতে প্রত্যয়িত করে পাঠাতে হবে।
৪২৬	ধারা	আপীল সাপেক্ষে দন্ড স্থগিত। আপীলকারীকে জামিনে মুক্তিলাভ।
৪২৭	ধারা	খালাসের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে আসামীকে গ্রেফতার।
৪২৮	ধারা	আপীল আদালত অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অথবা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।
৪২৯	ধারা	আপীল আদালতের বিচারকগণ রায়ের ব্যাপারে

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		সমসংখ্যায় বিভক্ত হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
৪৩০	ধারা	আপীলে প্রদত্ত আদেশ চুড়ান্ত।
৪৩১	ধারা	আপীল পন্ড হওয়া।
		দ্বাত্রিংশ অধ্যায় রেফারেন্স ও রিভিশন বিষয়ে
৪৩২	ধারা	৪৩৩ ও ৪৩৪ (বাতিল)।
৪৩৫	ধারা	নিম্ন আদালতের নথি তলবের ক্ষমতা।
৪৩৬	ধারা	ইনকোয়ারির আদেশ দেয়ার ক্ষমতা।
৪৩৭	ধারা	বাতিল।
৪৩৮	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের রিপোর্ট দেয়া।
৪৩৯	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনের ক্ষমতা।
৪৩৯ (ক)	ধারা	দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতা।
৪৪০	ধারা	পক্ষসমূহের বক্তব্য শ্রবণ আদালতের ইচ্ছাধনি।
৪৪১	ধারা	বাতিল।
৪৪২	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ নিম্ন আদালত অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রত্যয়ন করতে হবে।
		দ্বাত্রিংশ-ক অধ্যায় আপীল ও রিভিশন নিষ্পত্তির সময়

প্রস্তুতকারক:- রুল/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪৪২ (ক)	ধারা	আপীল ও রিভিশন নিষ্পত্তির সময়।
		অষ্টম ভাগ বিশেষ কার্যক্রম ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় (বাতিল) (৪৪৩ হতে ৪৬৩ ধারা পর্যন্ত বাতিল) চতুর্ত্রিংশ অধ্যায় উন্মাদ
৪৬৪	ধারা	আসামী হলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪৬৫	ধারা	দায়রা আদালতে কোন ব্যক্তি উম্মাদ হলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪৬৬	ধারা	তদন্ত অথবা বিচার সাপেক্ষে উন্মাদের মুক্তি, পাগলের হেফাজত।
৪৬৭	ধারা	ইনকোয়ারি অথবা বিচার পুনরায় আরম্ভ।
৪৬৮	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট বা আদালতে আসামী হাজির হলে যেই কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪৬৯	ধারা	আসামীকে যখন পাগল বলে মনে হয়।
৪৭০	ধারা	মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আসামী খালাস।
৪৭১	ধারা	এই কারণে খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে।

স্বাক্ষরকারক:- ভম/৬৩৭
মোঃ মাহফুজুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪৭২	ধারা	বাতিল।
৪৭৩	ধারা	পাগল বন্দী অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের যোগ্যতা লাভ করলে তখনকার কার্যবিধি।
৪৭৪	ধারা	৪৬৬ অথবা ৪৭১ ধারা অনুসারে আটক উন্মাদকে যখন মুক্তিদানের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়, তখনকার কার্যবিধি।
৪৭৫	ধারা	উন্মাদকে তার আত্মীয়স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধবের নিকট সমর্পণ।
		পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় বিচার সংক্রান্ত কতিপয় অপরাধের কার্যধারা
৪৭৬	ধারা	১৯৫ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৪৭৬ (ক)	ধারা	নিম্ন আদালত অভিযোগ না করলে উচ্চ আদালত করতে পারেন।
৪৭৬ (খ)	ধারা	আপীল।
৪৭৭	ধারা	বাতিল।
৪৭৮	ধারা	বাতিল।
৪৭৯	ধারা	বাতিল।
৪৮০	ধারা	আদালত অবমাননার কতিপয় ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৪৮১	ধারা	এইরূপ ক্ষেত্রে নথি।

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪৮২	ধারা	আদালত যখন মনে করেন যে, ৪৮০ ধারা অনুসারে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত নহে, তখনকার কার্যবিধি।
৪৮৩	ধারা	৪৮০ ও ৪৮২ ধারা অনুসারে রেজিস্টার বা সাব রেজিস্টার যখন দেওয়ানী আদালত বলে গণ্য হবে।
৪৮৪	ধারা	আত্মসমর্পণ অথবা ক্ষমতা প্রার্থনা করলে অপরাধীর অব্যাহতি (ডিসচার্জ)।
৪৮৫	ধারা	কেউ জবাব দিতে বা দলিল দাখিল করতে অস্বীকার করলে কারাদন্ড অথবা সোপর্দকরণ।
৪৮৫ (ক)	ধারা	সময় অনুযায়ী সাক্ষী হাজির না হওয়ায় শাস্তিদানের জন্য সংক্ষিপ্ত কার্যবিধি।
৪৮৬	ধারা	আদালত অবমাননার মোকদ্দমার দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল।
৪৮৭	ধারা	কতিপয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সম্মুখে কৃত ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত অপরাধে বিচার করবেন।
		ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায় স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ বিষয়ে
৪৮৮	ধারা	স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষনের আদেশ।
৪৮৯	ধারা	ভাতা পরিবর্তন।

রেজিঃনম্বরঃ- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪৯০	ধারা	ভরণপোষণ দানের আদেশ কার্যকরীকরণ।
		সপ্তত্রিংশ অধ্যায় হেবিয়াস কর্পাস প্রকৃতির নির্দেশ
৪৯১	ধারা	হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় নির্দেশদানের ক্ষমতা।
৪৯১ (ক)	ধারা	বাতিল।
		নবম ভাগ পরিপূরক বিধান অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় পাবলিক প্রসিকিউটর বিষয়ে
৪৯২	ধারা	পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের ক্ষমতা।
৪৯৩	ধারা	পাবলিক প্রসিকিউটর সকল আদালতে তার দায়িত্বে ন্যস্ত সকল মোকদ্দমা পরিচালনা করতে পারবেন। বেসরকারিভাবে নিযুক্ত কোন উকিল পাবলিক প্রসিকিউটরের অধীনে কাজ করবেন।
৪৯৪	ধারা	মোকদ্দমার পরিচালনা প্রত্যাহারের ফল।
৪৯৫	ধারা	সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি।
		উনচত্বারিংশ অধ্যায় জামিন বিষয়ে
৪৯৬	ধারা	যে সকল ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাবে।

প্রস্তুতকারক:- ৯৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৪৯৭	ধারা	যখন জামিনের অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাবে।
৪৯৭ (ক)	ধারা	বাতিল।
৪৯৮	ধারা	জামিন মঞ্জুর ও জামিনের অর্থের পরিমাণ হ্রাসের ক্ষমতা।
৪৯৯	ধারা	আসামী ও জামিনদারের বন্ড।
৫০০	ধারা	হেফাজত হতে ডিসচার্জ।
৫০১	ধারা	প্রথম বারের জামানত অপর্যাপ্ত হলে জামানত পর্যাপ্ত গ্রহণের আদেশ দেয়ার ক্ষমতা।
৫০২	ধারা	জামিনদারের অব্যাহতি।
		চত্বারিংশ অধ্যায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন বিষয়ে সাক্ষীদিগের জবানবন্দি গ্রহণের জন্য কমিশন
৫০৩	ধারা	যখন সাক্ষীর উপস্থিতি রেহাই দেয়া যেতে পারে। কমিশন প্রদান ও তার কার্যবিধি।
৫০৪	ধারা	মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থানকারী সাক্ষীর জন্য কমিশন।
৫০৫	ধারা	পক্ষগণ সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করতে পারবেন।
৫০৬	ধারা	অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটের কমিশনের জন্য আবেদন

গ্রন্থাগারিক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		করার ক্ষমতা।
৫০৭	ধারা	কমিশন প্রত্যর্পণ।
৫০৮	ধারা	ইনকোয়ারি অথবা বিচার মুলতবী।
৫০৮ (ক)	ধারা	বার্মায় প্রদত্ত কমিশনের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ প্রয়োগ।
		একচত্তারিংশ অধ্যায় সাক্ষ্য বিষয়ে বিশেষ বিধি
৫০৯	ধারা	চিকিৎসক সাক্ষীর জবানবন্দি। চিকিৎসক সাক্ষী তলবের ক্ষমতা।
৫০৯ (ক)	ধারা	ময়না তদন্তের রিপোর্ট।
৫১০	ধারা	রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ষ পরীক্ষক ইত্যাদির প্রতিবেদন।
৫১০ (ক)	ধারা	আনুষ্ঠানিক চরিত্রের সাক্ষ্য এভিডেভিট দ্বারা প্রমাণ।
৫১১	ধারা	পূর্ববর্তী দন্ড অথবা খালাস প্রমাণের পদ্ধতি।
৫১২	ধারা	আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ। অজ্ঞাত অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ।
		দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় বন্ড সংক্রান্ত বিধান

প্রস্তুতকারক:- ভং/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		মুচলেকা সংক্রান্ত বিষয়ে
৫১৩	ধারা	বন্ডের পরিবর্তে ডিপোজিট।
৫১৪	ধারা	বন্ড বাজেয়াপ্তি বিষয়ে কার্যবিধি।
৫১৪ (ক)	ধারা	জামিনদার দেউলিয়া হলে অথবা তার মৃত্যু হলে অথবা বাজেয়াপ্ত হলে উহার পরবর্তী কার্যবিধি।
৫১৫	ধারা	৫১৪ ধারায় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল এবং রিভিশন।
৫১৬	ধারা	কতিপয় মুচলেকার টাকা আদায়ের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা।
		ত্রয়োশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সম্পত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে
৫১৬ (ক)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার সাপেক্ষে সম্পত্তির হেফাজত ও নিস্পত্তির আদেশ।
৫১৭	ধারা	যেই সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধ করা হয়েছে তা নিষ্পত্তির আদেশ।
৫১৮	ধারা	আদেশ জেলা অথবা উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রেফারেন্সের আকারে হতে পারে।
৫১৯	ধারা	আসামীর নিকট প্রাপ্ত অর্থ নিরপরাধ ক্রেতাকে প্রদান।
৫২০	ধারা	৫১৭, ৫১৮ ও ৫১৯ ধারার আদেশ স্থগিত করা।

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৫২১	ধারা	মানহানিকর ও অন্যান্য জিনিস নষ্ট করা।
৫২২	ধারা	স্থাবর সম্পত্তির দখল প্রত্যপর্ণেও ক্ষমতা।
৫২৩	ধারা	পুলিশ কর্তৃক আটক মালের মালিক অজ্ঞাত হলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৫২৪	ধারা	বেওয়ারিশ মালের দাবিদার ৬ মাসের মধ্যে হাজির না হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
৫২৫	ধারা	পচনশীল বা ক্ষয়শীল দ্রব্য বা মালামাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে বিক্রয় করা যাবে।
৫২৫ (ক)	ধারা	আপীল বিভাগের মোকদ্দমা এবং আপীল স্থানান্তর করার ক্ষমতা।
		চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ফৌজদারী মামলা স্থানান্তর বিষয়ে
৫২৬	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগ মামলা হস্তান্তর করতে বা স্বয়ং ইহার বিচার করতে পারেন। এই ধারা অনুসাওে আবেদন সম্পর্কে পাবলিক প্রসিকিউরকে নোটিশ দেয়া। এই ধারা অনুসাওে আবেদনের ক্ষেত্রে মামলা মুলতবী রাখা।
৫২৬ (ক)	ধারা	বাতিল।
৫২৬	ধারা	দায়রা জজের মামলা হস্তান্তর করার ক্ষমতা।

প্রস্তুতকারক:- রুল/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

(খ)		
৫২৭	ধারা	বাতিল।
৫২৮	ধারা	দায়রা জজ সহকারি দায়রা জজের নিকট হতে মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে পারেন। জেলা, অথবা মেট্রোপলিটান বা উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা প্রত্যাহার অথবা প্রেরণ করতে পারেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কতিপয় মোকদ্দমা প্রত্যাহারের কর্তৃত্বদানের ক্ষমতা।
		চতুশ্চত্বারিংশ-ক অধ্যায় (বাতিল)
		পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়
		অনিয়মিত কার্যক্রম বিষয়ে
৫২৯	ধারা	যে সকল অনিয়মের দরুন কার্যক্রম বাতিল হয় না।
৫৩০	ধারা	যে সকল অনিয়মের দরুন কার্যক্রম বাতিল হয়।
৫৩১	ধারা	ঋুল স্থানে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম।
৫৩২	ধারা	বাতিল।
৫৩৩	ধারা	১৬৪ অথবা ৩৬৪ ধারার বিধান পালন না করা।
৫৩৪	ধারা	বাতিল।
৫৩৫	ধারা	চার্জ প্রণয়ন না করার ফল।
৫৩৬	ধারা	বাতিল।
৫৩৭	ধারা	চার্জ প্রণয়নে অথবা অন্য কার্যক্রমে কোন ভুল

রচনাকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		থাকলে অথবা কিছু বাদ পড়লে যখন সিদ্ধান্ত অথবা দন্ড পরিবতৃন করা যেতে পারে।
৫৩৮	ধারা	কার্যক্রমে ভুল থাকলে অথবা প্রকরণ যথাযথ না হলে ক্রোক বেআইনী এবং ক্রোককারী অনধিকার প্রেবেশকারী হবে না।
		ষষ্ঠ চত্বারিংশ অধ্যায় (বিবিধ)
৫৩৯	ধারা	যে সকল আদালতে ও ব্যক্তির নিকট এফিডেভিট করা যেতে পারে।
৫৩৯ (ক)	ধারা	সরকারি কর্মচারীর আচরণের প্রমাণে এফিডেভিট।
৫৩৯ (খ)	ধারা	সরেজমিনে পরিদর্শন।
৫৪০	ধারা	আবশ্যকীয় সাক্ষীকে সমন দ্বারা আহবান অথবা উপস্থিত ব্যক্তি জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা।
৫৪০ (ক)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে আসামীর অনুপস্থিতিতে ইনকোয়ারি ও বিচারের বিধান।
৫৪১	ধারা	কারাবাসের স্থান নির্ণয়ের ক্ষমতা।
৫৪২	ধারা	বাতিল।
৫৪৩	ধারা	দোভাষীকে অবশ্যই যথার্থভাবে তরজমা করতে হবে।

প্রস্তুতকারক:- ৩৫/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিশ্চউটার অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৫৪৪	ধারা	ফরিয়াদী ও সাক্ষীর খরচ
৫৪৫	ধারা	জরিমানার টাকা হতে খরচ ও ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা।
৫৪৬	ধারা	টাকা দেয়া হয়ে পরবর্তী দেওয়ানী মামলায় তা বিবেচনা করতে হবে।
৫৪৬ (ক)	ধারা	আমলের অযোগ্য মামলায় ফরিয়াদী কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় ফিস পরিশোধের আদেশ।
৫৪৭	ধারা	টাকা পরিশোধের আদেশ হয়ে থাকলে তা জরিমানা হিসেবে আদায় হবে।
৫৪৮	ধারা	কার্যবিবরণীর নকল।
৫৪৯	ধারা	কোর্ট মার্শালে বিচার্য ব্যক্তিদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পন।
৫৫০	ধারা	পুলিশ অফিসার চোরাই বলে সন্দেহজনক মালামাল আটক বা সীজ করতে পারবেন।
৫৫১	ধারা	উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারগণের ক্ষমতা। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার থানা এলাকায় যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তার উর্ধ্বতন অফিসারগণও সে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
৫৫২	ধারা	অপহৃতা নারী প্রত্যর্পণে বাধ্য করার ক্ষমতা।
৫৫৩	ধারা	বাতিল।

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কনিস্টেবল অপারেটর
পুলিশ অধিদপ্তর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

৫৫৪	ধারা	অধস্তন আদালতের নথি পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টেও নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা।
৫৫৫	ধারা	ফরম।
৫৫৬	ধারা	যে সকল মামলার জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে।
৫৫৭	ধারা	আইন ব্যবসায়রত উকিল কতিপয় আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে কার্য করতে পারবেন না।
৫৫৮	ধারা	আদালতের ভাষা নির্ণয়ের ক্ষমতা।
৫৫৯	ধারা	জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা তাদের স্থলাভিষিক্তগণ কর্তৃক প্রয়োগের বিধান।
৫৬০	ধারা	সম্পত্তি বিক্রয়ের সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করতে বা নিলাম ডাকতে পারবেন না।
৫৬১	ধারা	**স্বামী কর্তৃক ধর্ষনের অপরাধ সম্পর্কে বিশেষ বিধান।** যদি কোন পুরুষ তার ১৩ বছরের কম বয়স্ক কোন বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যৌনসঙ্গম করে তখন নিজ বিবাহিত স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বামী দন্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারার অধীনে ধর্ষনের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবেন। যার শাস্তির বিধান রয়েছে ২ বছর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড

প্রস্তুতকারক:- রুল/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০

		অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী ধর্ষিতা হলে চীপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এ অপরাধ আমলে আনতে পারবেন না।
৫৬১ (ক)	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকবে।
৫৬৩	ধারা	বাতিল।
৫৬৪	ধারা	বাতিল।
৫৬৫	ধারা	পূর্বে দন্ডিত অপরাধীগণের ঠিকানা অবগত করার আদেশ।
		সমাপ্ত

মোঃ মাহবুবুল হক

প্রস্তুতকারক:- ভঃ/৬৩৭
মোঃ মাহবুবুল হক
কম্পিউটার অপারেটর
পুলিশ সদর, গাজীপুর।
মোবাইল নং- ০১৭৩৭-০৪৪২৪০